নয়া দিগন্ত

ঢাবি রসায়ন বিভাগের অ্যালাইমনাই অ্যাসোসিয়েশনের এজিএম ও পুনর্মিলনীতে অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবিকে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টার

■ বাসস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। ঢাবি কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর তার বক্তব্যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং যোগ্য নাগরিক তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্ক জোরদারের আহ্বান জানান। এ ক্ষেত্রে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে তিনি অ্যালামনাইদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ■ ১১ পৃ: ১-এর কলামে

ঢাবিকে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান

৩য় পৃষ্ঠার পর

৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রসায়ন বিভাগের চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (বিসিএসআইআর) চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো: আফতাব আলী শেখ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারহানা খানম ফেরদৌসী ও সহযোগী অধ্যাপক মো: কামরুল হাসান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম রসায়ন বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বনামধন্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এই বিভাগের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য তিনি অ্যালামনাইদের প্রতি অনুরোধ জানান। প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা কমিয়ে একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ বৃদ্ধির ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। গবেষণার উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি তিনি অ্যালামনাইদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণাকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রোভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বলেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অ্যাকাডেমিক তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে আপডেট করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভাগের ছয়জন খ্যাতিমান অ্যালামনাইকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- মো: মনিরুল হক চৌধুরী এমপি, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ এম শফিকুল আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ফরিদা আখতার, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসাইন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নিশাত আহমেদ পাশা ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মাহতাবুদ্দিন আহমেদ।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

19 April 2026

The New Age

Rashed Al Mahmud Titumir, adviser to the prime minister on finance and planning, attends as chief guest at the 5th AGM and reunion of the Chemistry Alumni Association of Dhaka University on Saturday. – Focus Bangla photo

The New Age

Winners of the annual sports competition of Dhaka University's Shamsun Nahar Hall pose for a group photo with the chief guest Professor Upama Kabir, Dean of the Faculty of Engineering and Technology at the central playground of the campus on April 16. – Press release

বণিক বার্তা

টিএসসি অডিটোরিয়ামে অর্থ উপদেষ্টা

ঢাবিকে গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের উপযুক্ত সময় এখনই

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ■ ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের এখনই উপযুক্ত সময় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব জ্ঞান সৃষ্টি, পাঠদান তার পরের বিষয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি একটি সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করে, তবে সরকার সর্বাত্মক সহায়তা দিতে প্রস্তুত।'

ঢাবির টিএসসি অডিটোরিয়ামে গতকাল আয়োজিত ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের 'পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম, বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোফাজ্জল হোসাইন এবং কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী।

অধ্যাপক তিতুমীর বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে প্রবণতা ছিল, তা গত প্রায় দেড় দশকে তুলনামূলকভাবে কমেছে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনীহাও একটি বড় কারণ হিসেবে সামনে এসেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও উদ্ভাবনকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিকল্প নেই।'

তিনি আরো বলেন, 'দেশে শিক্ষক সমাজকে প্রাপ্য সম্মান ও ন্যায্যতা দেয়া হচ্ছে না। একই সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। মূল্যবোধভিত্তিক

প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা কমে যাওয়া এ সংকটের অন্যতম কারণ।'

অধ্যাপক তিতুমীর বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতির পরিবর্তে সংহতি, প্রগতি ও অগ্রগতিনির্ভর রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।'

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, 'রসায়ন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; রসায়ন ছাড়া পৃথিবী কল্পনা করা যায় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে আলোকিত করছে, আর রসায়ন বিভাগ সেই অগ্রযাত্রার অন্যতম শক্তি।

উপাচার্য বলেন, 'অ্যালামনাইরা বিভাগের প্রাণশক্তি। তারা যত বেশি সম্পৃক্ত হবেন, বিভাগ তত বেশি সমৃদ্ধ হবে। ইউজিসি ও বিভাগীয় অর্থায়নের পাশাপাশি অ্যালামনাইদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিভাগীয় উন্নয়ন ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম বলেন, 'এ ধরনের পুনর্মিলনী আয়োজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করে।'

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী তার বক্তব্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা খাতের মান অবনতির ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয় পক্ষের সক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

আমাদের বার্তা

ঢাবিতে 'ছোটদের জন্য দর্শন' সম্মেলন

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) "ছোটদের জন্য দর্শন" শীর্ষক দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এ আয়োজন হয়। ঢাবি দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস স্বাগত বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক আহম্মদ উল্লাহ্ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এ সময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিশুদের মাঝে পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে দর্শন চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নৈতিকতা ও দর্শন চর্চার মাধ্যমে একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই দেশে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবার প্রচলিত সংস্কৃতি পরিবর্তন করে অন্যকে শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ এবং দর্শনের নৈতিক শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষকরা সম্মেলনের ৩টি অধিবেশনে শিশুদের দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বনামধন্য দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও মনোবিজ্ঞানীরা প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবির ৩ শিক্ষার্থীর উদ্যোগ

এআই নেবে পরীক্ষা

ফারুক হাসান

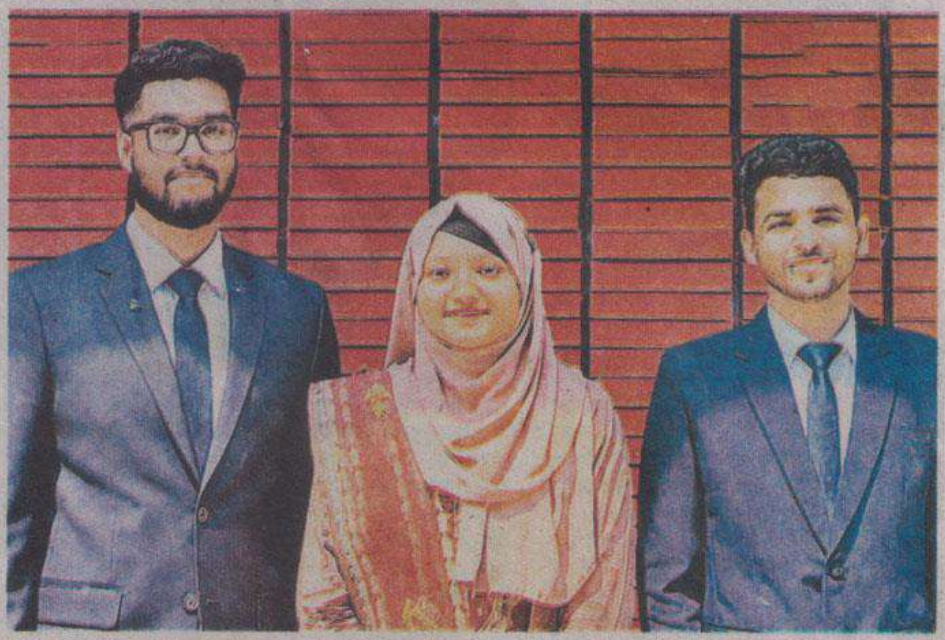

ঢাবির তিন শিক্ষার্থী উদ্ভাবন করেছেন টেস্টমিত্র এআই অ্যাপ

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি হলো নিজের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পরিশ্রম করলেও বুঝতে পারেন না– ঠিক কোথায় তারা পিছিয়ে আছেন। এই সমস্যার সমাধান দিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী তৈরি করেছেন একটি উদ্ভাবনী অ্যাপ– 'টেস্টমিত্র এআই'। নৃবিজ্ঞান বিভাগের হাসিবুল আসিফ, মার্কেটিং বিভাগের নয়ন পাল এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সারাফ লামইয়া– এই তিনজনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে প্লাটফর্মটি। তাদের লক্ষ্য ছিল এমন একটি স্মার্ট সমাধান তৈরি করা, যা শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকে করবে আরও সংগঠিত, বিশ্লেষণভিত্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

'টেস্টমিত্র এআই' মূলত 'কারেক্ট ইঙ্ক' নামের একটি উদ্যোগের অংশ। শুরুতে হাসিবুল আসিফ ও সারাফ লামইয়া মিলে এই উদ্যোগ গড়ে তোলেন। আসিফ দেখতেন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্বিক পরিচালনা, আর সারাফ দায়িত্বে ছিলেন কনটেন্ট অর্থায়ন ও মার্কেটিংয়ের। পরে এই দলে মার্কেটিং লিড হিসেবে যোগ দেন নয়ন পাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাবে কাজ করতে গিয়েই তাদের পরিচয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে এই উদ্যোগের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তিনজনই কোচিং ও টিউশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখান থেকেই তারা একটি সাধারণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা লক্ষ্য করেন– অনেক শিক্ষার্থী কঠোর পরিশ্রম করলেও নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পারেন না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় 'টেস্টমিত্র এআই'-এর ধারণা। এই প্লাটফর্মে শিক্ষার্থীরা আগের বছরের প্রশ্ন অনুশীলন করতে পারে, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে এবং এআইয়ের সহায়তায় সমস্যার সমাধানও পেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিটি পরীক্ষার পর ব্যবহারকারী বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখতে পারে– কোন বিষয়ে বেশি ভুল হচ্ছে, কোথায় আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে অ্যাপটি একটি পারফরম্যান্স-ভিত্তিক স্টাডি প্ল্যানও তৈরি করে দেয়।

বর্তমানে 'টেস্টমিত্র এআই'-এর ব্যবহারকারী সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। উদ্যোক্তারা যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তাই শুরুতে নিজ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য তিন মাস বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

তবে শুরুটা সহজ ছিল না। একটি ছোট দল হিসেবে অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, গবেষণা, বিপণন, এমনকি ব্যবহারকারীদের ফিডব্যাক সংগ্রহ– সবকিছুই তাদের নিজেদের সামলাতে হয়েছে। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে বারবার ফিডব্যাক নিয়ে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ প্লাটফর্মটি আরও পরিণত।

বর্তমানে দল বড় হওয়ায় কাজগুলো ভাগ করে করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে 'টেস্টমিত্র এআই'-এ গেমিফিকেশন, এক্সাম ক্যালেন্ডার এবং আরও ইন্টারেক্টিভ ফিচার যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় একটি প্রস্তুতি প্লাটফর্ম তৈরি করাই এখন তাদের মূল লক্ষ্য।

উদ্যোক্তারা চান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা। কারেক্ট ইঙ্কও একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে শেখা ও শেখানোর পদ্ধতিটা তারা আরও সহজ করতে চান।

আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্রোদের প্রথম শিক্ষার্থী য়াপাও

রাদিয়া শানজান ইশমা

ম্রো জনগোষ্ঠীর কোনো মেয়ে এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি যেমন একটি বড় অপূর্ণতা ছিল, তেমনি ম্রো জনগোষ্ঠীর মেয়েদের জন্যও ছিল এক অপ্রাপ্তি। সেই অপ্রাপ্তি পূরণ করলেন য়াপাও ম্রো। তিনিই প্রথম ম্রো তরুণী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম পা রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো ম্রো তরুণী এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন।

বান্দরবানের রুমা উপজেলার দুর্গম একটি গ্রাম নিশিপাড়া। এটি রুমা উপজেলার ৩ নম্বর রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের অন্তর্গত। বান্দরবান সদর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। এখানকার মানুষের প্রতিদিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্ক, সুপেয় পানি বা হাসপাতাল—কিছুই সহজলভ্য নয়। তবে এই অভাবের মধ্যেও তাদের জীবনের অবলম্বন প্রকৃতিই।

এই বাস্তবতার মধ্যে বেড়ে উঠেছেন য়াপাও ম্রো। বান্দরবানের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্রোরা সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও অন্য নৃগোষ্ঠীর তুলনায় তারা অনেকটা অনগ্রসর। জুমচাষনির্ভর এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষই লিখতে-পড়তে পারে না। নারীদের অবস্থান আরও পিছিয়ে। বাল্যবিবাহের হারও তুলনামূলক বেশি। স্বাধীনতার এত বছর পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ম্রো তরুণীর পড়ার সুযোগ না পাওয়া এই জনগোষ্ঠীর বাস্তবতাকেই তুলে ধরে।

শৈশব থেকে সংগ্রাম ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। বাবা পারাউ মুরুং এবং মা প্লংকম মুরুং স্বপ্ন দেখতেন মেয়েকে নিয়ে। মা-বাবার আগ্রহে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা বাবার সামর্থ্য সীমিত হলেও মেয়ের পড়াশোনার ইচ্ছাকে তিনি থামিয়ে দেননি। তবে অভাবের সংসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে নিজেদের উৎপাদিত ফলমূলও বাজারে নিয়ে যাওয়া ছিল খুব কঠিন। সেই বাস্তবতায় পড়াশোনা ছিল একধরনের বিলাসিতা। তবু থেমে যাননি য়াপাও।

য়াপাও ম্রো মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন থানচি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে। ২০২৩ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.২২ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চমাধ্যমিকের জন্য তিনি বান্দরবান শহরে যান এবং বান্দরবান সরকারি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ২০২৫ সালে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি সম্পন্ন করেন।

কলেজে পড়ার সময় য়াপাও ম্রো জানতে পারেন, এখন পর্যন্ত ম্রো সম্প্রদায়ের কোনো মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি। বিষয়টি তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। দেশের অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠী হয়েও শিক্ষায় এতটা পিছিয়ে থাকা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তখনই সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন। শুরু হয় তাঁর লড়াই। হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা, ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি আর অর্থসংকটের চ্যালেঞ্জ।

এ সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় 'মানুষ মানুষের জন্য' ফাউন্ডেশন। তারা তাঁকে বৃত্তি দিয়ে ঢাকায় কোচিং করার সুযোগ করে দেয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যান।

অবশেষে আসে সফলতা। য়াপাও ম্রো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তির সুযোগ পান তিনি। তবে তিনি বেছে নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। বর্তমানে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত।

'য়াপাও' শব্দের অর্থ ম্রো ভাষায় 'যে ফুল ফোটায়'। নামের মতো তিনি সম্ভাবনার ফুল ফুটিয়ে তুলছেন। তবে নিজের এই অর্জনে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি রয়েছে কষ্টও। তিনি বলেন, 'আমি উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছি, এটি যেমন গর্বের, তেমনি কষ্টেরও। কারণ, এখনো আমাদের মতো অনেক এলাকায় মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, প্রযুক্তির ছোঁয়া পায় না।'

য়াপাও বলেন, অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী শুধু অর্থাভাবে এবং উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ঝরে যাচ্ছে। নিজে বৃত্তি পেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছেন বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। নিশিপাড়ার মতো দুর্গম এলাকায় এখনো শিশুরা পড়াশোনার জন্য এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। ম্রো ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সীমিত, ফলে ভাষাগত সমস্যাও বড় বাধা। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি।

ভবিষ্যতে নিজ এলাকায় শিক্ষার প্রসারে কাজ করবেন য়াপাও। তিনি বলেন, একাডেমিক পড়াশোনায় মনোযোগী হলে এবং চেষ্টা চালিয়ে গেলে ভালো ফল অর্জন সম্ভব।